খুতবা জুম'আ

আঁহযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদাপূর্ণ বদরী সাহাবী হযরত আলী (রাঃ) আনহুর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত ১৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের

খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহ্হুদ তা'ঊয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত আলী (রাঃ)এর স্মৃতিচারণ অব্যাহত আছে। মহানবী (সাঃ)এর জীবনের অন্তিম অসুস্থতায় হযরত আলী (রাঃ)এর সেবার উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায়, মহানবী (সাঃ) যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন আর তাঁর রোগ বেড়ে যায় তখন তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)এর ঘর থেকে দুইজন ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে বের হন। আর এই দুইজন ব্যক্তি ছিলেন, হযরত আব্বাস (রাঃ) এবং অন্য ব্যক্তি ছিলেন হযরত আলী (রাঃ)।

হযরত আমের (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, মহানবী (সাঃ)এর ইন্তেকালের পর তাঁকে হযরত আলী (রাঃ), হযরত ফযল (রাঃ) এবং হযরত উসামাহ্ বিন যায়েদ (রাঃ) গোসল দিয়েছেন। আরেক রেওয়ায়েতে আছে, তারা হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রাঃ) কেও নিজেদের সাথে নিয়েছেন। এবং তারাই মহানবী (সাঃ)কে কবরে নামান।

হযরত আবুবকর (রাঃ)এর হাতে হযরত আলী (রাঃ)এর বয়আত করা সম্বন্ধে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে। কতিপয় রেওয়ায়েতে আছে হযরত আলী (রাঃ) পূর্ণ আগ্রহ ও স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে তাৎক্ষণাত হযরত আবুবকর (রাঃ)এর হাতে বয়আত করেছিলেন। কেউ কেউ আবার এর সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। যাহোক, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, মুহাজির ও আনসাররা হযরত আবুবকর (রাঃ) এর হাতে বয়আত করে ফেলেন, তখন হযরত আবুবকর মিম্বরে উঠে তাকিয়ে লোকেদের মাঝে কোথাও হযরত আলী (রাঃ)কে দেখতে পেলেন না। আনসারদের কয়েকজন গিয়ে হযরত আলী (রাঃ)কে নিয়ে আসেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) হযরত আলীকে সম্বোধন করে বললেন, হে মহানবী (সাঃ)এর চাচাত ভাই ও তার জামাতা! তুমি কি মুসলমানদের শক্তিকে খর্ব করতে চাচ্ছ? হযরত আলী (রাঃ) বিনয়ের সাথে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসূল (সাঃ)এর খলীফা, আমাকে পাকড়াও করবেন না। এটি বলে তিনি হযরত আবুবকর (রাঃ)এর হাতে বয়আত করে নেন।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আঃ) হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে বলেন, ''হযরত আলী কারিমাল্লাহু ওয়াজহাহু প্রথমদিকে হযরত আবুবকরের হাতে বয়াতের সময় অনুপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ঘরে গিয়ে আল্লাহই জানেন, হঠাৎ কি মনে হল! পাগড়িও বাঁধেননি আর শুধুমাত্র টুপি পরেই দ্রুত বয়াতের জন্য চলে আসেন আর এরপর পাগড়ি আনিয়ে নেন। মনে হয়, তার হৃদয়ে এ ধারণার উদ্রেক হয়ে থাকবে যে, এটি তো

অনেক বড় পাপ। এ কারণে এত তাড়াহুড়ো করেন আর পাগড়িও বাঁধেন নি'' অর্থাৎ পুরো কাপড়ও পরিধান করেন নি এবং (বয়াতের জন্য) ছুটে আসেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, যারা হযরত আবুবকর (রাঃ)এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে আর মনে করে যে আসলে সেসময় হযরত আলী (রাঃ)এর খলীফা হওয়া উচিত ছিল-এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন, "আমরা যদি যুক্তির খাতিরে ধরেও নিই, হযরত সিদ্দীকে আকবর এমন লোকদের অন্তভুক্ত ছিলেন যারা দুনিয়া এবং এর আকর্ষণকে প্রাধান্য দিয়েছেন, এর আকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং আত্মসাৎকারী ছিলেন; তাহলে আমাদেরকে বাধ্য হয়ে একথাও স্বীকার করতে হবে, খোদার সিংহ হযরত আলীও মুনাফেকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, নাউযুবিল্লাহ্। আর আমরা তাঁকে যেমন দুনিয়া বিমুখ খোদানুরাগী মনে করি প্রকৃতপক্ষে তিনি তেমন ছিলেন না, বরং তিনিও দুনিয়া ও এর মোহে আচ্ছন্ন ছিলেন অধিকন্তু এর চাকচিক্যের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। এ কারণেই কাফের ও মুরতাদদের সাথে তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করেন নি (অর্থাৎ হযরত আবুবকর (রাঃ)কে কাফের বলা হয় (নাউযুবিল্লাহ) এবং খুব কঠিন ভাষা ব্যবহার করা হতো) বরং চাটুকারদের ন্যায় তাদের দলভুক্ত থাকেন। প্রায় ত্রিশ বছর তিনি 'চাটুকারিতা' অবলম্বন করেছিলেন। প্রশ্ন হলো, আলী মুর্তজার চোখে যখন হযরত সিদ্দীকে আকবর কাফের (নাউজুবিল্লাহ্) ও আত্মসাৎকারীই ছিলেন, কেন তিনি সানন্দে তার বয়াআত করতে সম্মত হলেন? তিনি কেন নৈরাজ্য এবং মুরতাদদের দেশ ত্যাগ করে অন্য কোন দেশে হিজরত করলেন না? আল্লাহর ভূমি কি এতটা বিস্তৃত ছিল না যে মুত্তাকীদের রীতি অনুসারে তিনি সেখানে হিজরত করে চলে যেতেন? বিশ্বস্ত ইব্রাহীমের প্রতি লক্ষ্য করে দেখ, সত্যের অনুকূলে সাক্ষ্য দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি কত বলিষ্ঠ ও দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন! তিনি যখন দেখলেন, তাঁর পিতা পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত হয়ে গেছে এবং জাতি মহাসম্মানিত ও পরাক্রমশালী প্রভুকে পরিত্যাগ করে প্রতিমাপূজায় মগ্ন, তখন তিনি ভিত না হয়ে এবং তাদের প্রতি কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ না করে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন, দুষ্কৃতকারীদের ভয়ে 'চাটুকারিতা' অবলম্বন করেন নি। এটিই পুণ্যবানদের আদর্শ, তাঁরা তরবারি বা বর্শাকে ভয় করেন না। তারা চাটুকারিতাকে সবচেয়ে বড় পাপ, অশ্লীল কাজ ও সীমালঙ্ঘন বলে মনে করেন। কোন কারণে এমন হীন কাজ যদি বিন্দুমাত্রও তাদের হাতে ঘটেও যায় তাহলে তারা ইস্তেগফার করতঃ আল্লাহর প্রতি বিনত হন বা প্রত্যাবর্তন করেন। আমরা বিস্মিত হই! হযরত আলী (রাঃ) জানতেন, হযরত আবুবকর ও হযরত উমর ফারুক কুফরী করেছেন এবং অধিকার খর্ব করেছেন সেক্ষেত্রে তিনি কীভাবে তাদের হাতে বয়আত করলেন? তাদের নৈরাজ্য, কুফর ও ধর্মত্যাগ সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও তিনি তাদের উভয়ের সাহচর্যে দীর্ঘ জীবন কাটিয়েছেন, নিষ্ঠা ও ভালোবাসার সাথে তাদের আনুগত্য করছেন, কখনো কোন দুর্বলতা প্রদর্শন করেন নি, কোন ঘৃণা প্রদর্শন করে নি।

অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, হযরত আলী (রাঃ) কখনো তাঁর পূর্ববর্তী খলীফাগণের বিরোধিতা করেন নি বরং তাঁদের বয়আত করেছেন। হযরত আলী (রাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)এর বয়আত করেন নি–এই মর্মে তোমরা যা কিছু বলে থাক, একথা তো হযরত আলী (রাঃ)এর মর্যাদা বৃদ্ধি করে না বরং ক্ষুণ্ন করে।

তিন খলীফার যুগেই হযরত আলী (রাঃ) কোন্ কোন্ সেবামূলক অবদান রেখেছেন? এ পর্যায়ে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, হযরত আবুবকর (রাঃ) যখন হযরত উসামা (রাঃ)এর নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনী পাঠান তখন তাঁর কাছে কেবল অল্পসংখ্যক মানুষ রয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে অনেক বেদুঈনের মনে মদীনা দখলের সাধ জাগে আর তারা মদীনায় আক্রমণ করার ষড়যন্ত্র আঁটে। তখন হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) মদিনার বিভিন্ন প্রবেশ পথে এবং মদিনার আশপাশে পাহারাদার নিযুক্ত করেন যারা তাদের সহকর্মী সহ সৈন্যবাহিনী নিয়ে পাহারারত অবস্থায় রাত অতিবাহিত

করত। এসব প্রহরাদারের তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকায় ছিলেন হযরত আলী (রাঃ)।

হযরত উমর (রাঃ) নিজ খেলাফতকালে কতক সফরের সময় হযরত আলী (রাঃ)কে নিজের স্থলে মদিনার আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। যেমন তাবারির ইতিহাস গ্রন্থে লেখা রয়েছে জিসরের ঘটনার সময় পারস্য সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে যে এক ধরণের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, তখন হযরত উমর (রাঃ) লোকদের পরামর্শে সিদ্ধান্ত করলেন যে তিনি স্বয়ং ইসলামী সেনাদলের সাথে ইরান সীমান্তে উপস্থিত হবেন। সে সময় তিনি নিজের স্থলে হযরত আলীকে (রাঃ) মদীনার গভর্নর নিযুক্ত করেন।

হযরত উসমান (রাঃ)এর খিলাফতকালে ফিতনা ও নৈরাজ্য মাথাচাড়া দিলে সেটিকে প্রতিহত করার জন্য হযরত আলী (রাঃ) তাঁকে নিষ্ঠাপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেন। যখন মিশরিয়রা হযরত উসমান (রাঃ)এর বাড়ি অবরোধ করে আর অবরোধে এতটা কঠোরতা অবলম্বন করে যে, খাদ্যপানীয়ের সরবরাহও বন্ধ করে দেয়, জানতে পেরে আলী (রাঃ) পানি ভর্তি ৩টি মশক হযরত উসমান (রাঃ)এর বাড়ির উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন কিন্তু বিদ্রোহীদের বাধার মুখে এই মশকগুলো হযরত উসমান (রাঃ)এর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছিল না, সেগুলো নিয়ে যেতে দিচ্ছিল না। এই মশকগুলো পৌঁছাতে গিয়ে বনু হাশেম ও বনু উমাইয়া গোত্রের বেশ কয়েকজন কৃতদাস আহত হয়। পরিশেষে সেই পানি হযরত উসমান (রাঃ)এর বাড়িতে পৌঁছে। হযরত আলী (রাঃ) যখন জানতে পারেন হযরত উসমান (রাঃ)কে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে তখন তিনি তাঁর দুই পুত্র হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) এবং ইমাম হুসাইনকে (রাঃ) কে বলেন, নিজ নিজ তরবারি নিয়ে যাও এবং হযরত উসমান (রাঃ)এর বাড়ির সদর দরজায় দাড়িয়ে যাও। সাবধান! কোন দাঙ্গাবাজ যেন তাঁর (রাঃ) কাছে যেতে না পারে।

হযরত উসমান (রাঃ)এর শাহাদাত-পরবর্তী ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে অন্যত্র হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) বলেন, দু-একদিন অনেক লুটপাট চলতে থাকে, কিন্তু উত্তেজনা প্রশমিত হলে সেই বিদ্রোহীরা নিজেদের পরিণতির কথা ভেবে চিন্তিত হয় এবং ভয় পায় যে, এখন কী হবে? অতএব কেউ কেউ সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করে এবং সেখানে পৌঁছে নিজেরাই হাহুতাশ আরম্ভ করে দেয় যে, হযরত উসমান (রাঃ) শহীদ হয়েছেন আর কেউ তার প্রতিশোধ নিচ্ছে না। তাদের কেউ কেউ পালিয়ে মক্কার পথে হযরত যুবায়ের (রাঃ) এবং হযরত আয়েশা (রাঃ)এর সাথে মিলিত হয় আর বলে, এটা কত বড় অবিচার যে, ইসলামের খলীফাকে শহীদ করা হবে অথচ মুসলমানরা নীরব বসে আছে। কতক পালিয়ে হযরত আলী (রাঃ)এর কাছে পৌঁছে এবং বলে, এটি বিপদের সময়। ইসলামী শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আপনি বয়আত গ্রহণ করুন যাতে মানুষের ভয় দূরীভূত হয় এবং শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা হয়। মদিনায় উপস্থিত সাহাবীগণও সর্বসম্মতভাবে এই পরামর্শই প্রদান করেন যে, এই মুহূর্তে এটিই সমীচীন হবে যে, এই গুরুভার আপনি নিজের কাঁধে রাখুন, কেননা আপনার এ কাজ পুণ্য এবং খোদার সন্তুষ্টির কারণ হবে। চতুর্দিক থেকে যখন তাঁকে (রাঃ) বাধ্য করা হয় তখন কয়েকবার অস্বীকৃতি জানানোর পর তিনি বাধ্য হয়ে এই দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন এবং বয়আত গ্রহণ করেন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত আলী (রাঃ)এর এই কাজ বড়ই প্রজ্ঞাপূর্ণ কাজ ছিল। তিনি (রাঃ) যদি তখন বয়আত না নিতেন তাহলে ইসলাম তার চেয়েও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতো যতটা তাঁর এবং হযরত মুআবিয়া (রাঃ)এর মধ্যকার যুদ্ধের ফলে হয়েছে।

খুতবার শেষদিকে হুযূর (আইঃ) আলজেরিয়া ও পাকিস্তানে চলমান বিরোধিতার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে সেখানকার নিপীড়িত আহমদীদের জন্য পুনরায় দোয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন, হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, সরকারী উকিল বারংবার আহমদীদের খেলাফ মুকদ্দমা দায়ের করছে, পাকিস্তানেও এরূপ সমস্যা নতুন নয়। এসব ব্যক্তি যারা সমস্যার সৃষ্টি করছে অথবা যেকোনও ধরনের হিংসাত্মক বিরোধীতা

করছে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করুন এবং শীঘ্রই আহমদীদের অবস্থার পরিবর্তন করুন। আহমদীরা যেসব সমস্যার মধ্যে দিয়ে কালাতিপাত করছে তাদের জন্য এই কষ্টকর পরিস্থিতির পরিবর্তনের ব্যবস্থা করুন। একইসাথে হুযূর একথাও স্মরণ করান যে, যেভাবে দোয়ার প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন–তা হচ্ছে না। হুযূর সকল আহমদীকে দোয়ার প্রতি অধিক মনোযোগী হওয়ার অনুরোধ করেন। আল্লাহতায়ালা শীঘ্রই আমাদেরকে এ সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করুন। এবং সত্যিকার ইসলামের সংবাদ আমরা যেন স্বাধীনভাবে পাকিস্তানেও এবং বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাতে সক্ষম হই।

এরপর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) সম্প্রতি প্রয়াত কয়েকজন আহমদীর গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা দেন; প্রথম জানাযা রাবওয়ার ডাঃ তাহের আহমদ সাহেবের, ২য় জানাযা চৌধুরী হাবীবুল্লাহ্‌ মাযহার সাহেবের, ৩য় জানাযা বশীরুদ্দীন সাহেবের এবং ৪র্থ জানাযা খলীফা রফী উদ্দিন সাহেবের সহধর্মিণী মোহতরমা আমীনা আহমদ সাহেবার। **ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন।** সম্প্রতি তারা পরলোকগমন করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ نَحْمَدُہٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُہٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্‌ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
18 December 2020

Makeup & Distribute FROM
AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org